হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 8, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, November 2012

তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরানোর নাটক লেখা হয় "মরমী বধূ"। একেবারে আকবর বাদশার টেকনিক। নায়ক মুসলমান নায়িকা হিন্দু। হিন্দুর মেয়ে মুসলমানকে দিলে তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। আকবর যেমন কোন হিন্দু সেনাপতির সঙ্গে মুসলমান মেয়ের বিয়ে দেননি, তবু তিনি মহান এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জনক। দেশের বিদ্বানেরা এটাইতো শেখাচ্ছেন। —শিবপ্রসাদ রায়

কলকাতার এন্টালিতে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ

কলকাতার এন্টালি থানার অন্তর্গত সি.আই.টি. রোডের পাশে আনন্দ পালিত রোডে চরকতলা মন্দির আছে। তার সামনে দুর্গাপূজা হয়। গত ২১শে অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন দুপুরে যখন পূজা আয়োজন চলছিল, ওই মণ্ডপের সামনে দিয়ে একজন মুসলমান দুটি গরুকে প্রচণ্ড মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারমধ্যে একটি গরু হাঁটতে পারছিল না এবং তার পা ফেটে রক্ত পড়ছিল। তা সত্ত্বেও গরুটিকে নির্মমভাবে মারছিল হাঁটানোর জন্য। গরুটির করুণ অবস্থা দেখে পূজামণ্ডপে সমবেত মানুষ তা সহ্য করতে পারছিল না এবং ঐ মুসলিমটিকে নিষেধ করল গরুটিকে মারতে। মুসলিমটি তাদের কথায় কর্ণপাত না করায় তারা জোর করে ওর হাত থেকে গরু দুটিকে কেড়ে নিয়ে মণ্ডপে বেঁধে দিল এবং গরুটির চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রূষার ব্যবস্থা করল। তখন ঐ মুসলিম ছেলেটি সেখান থেকে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তার এলাকা থেকেও দশ-বারো জন মুসলমান ছেলে নিয়ে এসে গরু দুটি দাবি করল। কিন্তু হিন্দুরা ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিল। ততক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণে গরুর রক্তে অনেকটা মাটি ভিজে গিয়েছে। সেই সময় এলো বিশাল পুলিশ বাহিনী গরু দুটি নিয়ে যেতে। কিন্তু হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ থাকায় হাজার হাজার হিন্দু রাস্তায় নেমে এসে প্রধান রাস্তা সি.আই.টি. রোড অবরোধ করল এবং রাস্তার উপর শুকনো খড়, টায়ার ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়ে দিল। পুলিশ অবরোধ হঠাতে গেলে জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে গেল এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হতে থাকল। পুলিশ সি.আই.টি. রোডের দুইদিক থেকে সীল করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিল। চঞ্চল ঘোষাল নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি তাঁর গায়ে গো-রক্ত লেগেছে বলে জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। পুলিশ উক্ত চঞ্চল ঘোষাল ও আর একজন প্রতিবাদী হিন্দুকে গ্রেফতার করল এবং লাঠি চার্জ করে বিক্ষুব্ধ জনতাকে হঠিয়ে দিতে থাকল। সেই সময় দেখা গেল যে খানাকুলের এম.এল.এ. ও পাশের এলাকার কাউন্সিলর ইকবাল আহমেদ এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে গরু দুটিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। গণ্ডগোল বিকাল পর্যন্ত চলল। পুলিশ পরে একজন হিন্দুকে ছেড়ে দিয়ে চঞ্চল ঘোষালের নামে কেস দিয়ে চালান করে দিল। শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিবাদ করার অপরাধে গোটা পূজাটা তার জেলে কাটল। এবং ২৬শে অক্টোবর তিনি শিয়ালদহ কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বেরোতে পারলেন। পুলিশ গায়ের জোরে হিন্দুদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে একটি ছোট হাতি গাড়ি করে গরু দুটিকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

একাদশীর দিন ২৫শে অক্টোবর ঘটল আরও বড় ঘটনা। সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস লিন্টন স্ট্রিটের ভ্রাতৃ সংঘের প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। ঐ শোভাযাত্রা সি.আই.টি. রোড ও আনন্দ পালিত রোডের সংযোগস্থলে পৌঁছালে একটি মোটরবাইকে করে আসা তিন জন মুসলিম যুবক প্রতিমার উপর ইঁট ছোঁড়ে। তাতে দেবী দুর্গা প্রতিমার নাক ভেঙে য়ায় ও একটি হাত ভেঙে যায়। হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওদেরকে তাড়া করলে দুজন যুবক বাইকে করে পালিয়ে যায় এবং একজন ধরা পড়ে। তাকে কিছু হিন্দু মারধোর শুরু করলে অন্য হিন্দুরা তাকে রক্ষা করে ও পুলিশের ট্রাফিক বুথের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। খুব দ্রুত বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী এসে যায়। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ২০০৭ সালে কলকাতা থেকে তসলিমা নাসরিনকে বিতারণের দাবীতে এই এলাকা মুসলিমদের তাণ্ডব দেখেছিল। এই এলাকার হিন্দুরা নিত্য যন্ত্রণাভোগী। বহু হিন্দু বাড়ি বিক্রি করে এলাকা ছাড়ছে। এবার দুর্গাপূজার মধ্যে একই স্থানে পরপর দুবার ঘটনা ঘটায় হিন্দুদের ক্ষোভ আর সামলে রাখা যায়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার কোন ললিত বাণী দিয়েই তাদেরকে শান্ত রাখা যায়নি। তাই সেদিন সন্ধ্যায়ও পুলিশের একটি ভাড়া করা টাটা সুমো গাড়ি ভাঙচুর হল। পুলিশকে অন্তত ১৫-১৬ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস চালাতে হল, এবং এগারো জন হিন্দুকে গ্রেফতার করল। আর ভ্রাতৃ সংঘের উদ্যোক্তাদের দিয়ে ঐ ভাঙা প্রতিমাই জোর করে বিসর্জন করিয়ে দিল। এলাকায় অঘোষিত ও অবৈধ কার্ফু জারি করে পুলিশ হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করল। ঠাকুরের উপর ইঁট মারা ঐ মুসলিমটিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল। পরে তার নাম জানা গিয়েছে রিয়াজউদ্দিন। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর শিয়ালদহ কোর্টে সবাইকে তোলা হল। এদের মধ্যে একজন নাবালক থাকায় সে জামিন পেল। বাকিদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নিল। গত দুই নভেম্বর তাদেরকে কোর্টে তোলা হলে পুলিশ আবার তাদেরকে রিমান্ডে নিল। এদের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা দেওয়ায় তারা জামিন পাচ্ছে না।

কিন্তু এর মধ্যে একটি সন্দেহজনক ঘটনা আশঙ্কা করা যাচ্ছে। এই রাজ্যে আইনের শাসন কতটা চলে, পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ, সৎ ও আইন পালন করা ভূমিকা যে কত কম—সেকথা সবাই জানে। তাই এই সন্দেহ। ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ঠাকুরের উপর ইঁট ছোড়া যে মুসলিম যুবকটিকে হিন্দুরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল, ২রা নভেম্বর শিয়ালদহ কোর্ট লক আপে যে যুবকটিকে দেখা গেল—এই দুই ব্যক্তি এক নয় বলে সন্দেহ। ২৫ তারিখ ইঁট ছোড়া যুবকটি ছিল স্বাস্থ্যবান ও তাগড়া। কিন্তু এই দিন কোর্ট লক আপের ছেলেটি ছিল রোগা পাতলা ঝিমানো। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সীমাহীন মুসলিম তোষণ নীতি ও পুলিশের মুসলমানের সামনে নতজানু ভূমিকা দেখে মানুষের সন্দেহ হচ্ছে যে আসল অপরাধীকে গোপনে ছেড়ে দিয়ে কোন পাতাখোর পুরানো ক্রিমিনালকে ঐ জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ২ তারিখে সেও জামিন পেয়ে গিয়েছে এবং দশজন হিন্দু লালবাজারে পচছে।

উস্তি থানার দেউলা অঞ্চলে মুসলিম তাণ্ডব

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার উস্তি অঞ্চলে দেউলা খালের কাছে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহটি বসিরহাটের এক মৌলানার বলে তার ভাই চিহ্নিত করে।

এরপরেই উস্তি অঞ্চলে শুরু হয়ে যায় মুসলমানদের তাণ্ডব। শনিবার নেতড়া স্টেশনে মুসলিমরা রেল অবরোধ করে। পুলিশ এসে তিনদিনের মধ্যে আসামী ধরার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ উঠে যায়। কিন্তু তিনদিনের মধ্যে পুলিশ আসামী ধরতে না পারায় আবার মুসলমানরা ট্রেন অবরোধ করে ও স্টেশন সংলগ্ন নিউ কোয়ালিটি স্যুইটস্ সহ অনেকগুলি হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করে। অঞ্চলের তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ঘোষকে মুসলমানরা মারধোর করে। নেতারা স্টেশনে খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরতে থাকে, পুলিশ সব দেখে শুনে নিশ্চুপ থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার অ্যাডিশনাল এস.পি. পাপিয়া সুলতানা মুসলিম দুষ্কৃতিদের সম্পূর্ণ মদত দেন। পদ্মপুকুর মোড়ে পাপিয়া সুলতানা এলে তাকে আটকে স্থানীয় মানুষ, তৃণমূল নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। পাপিয়ার সঙ্গে তৃণমূলের নেতাদের বেশ তর্কাতর্কি হয়।

মঙ্গলবার ১৮ই সেপ্টেম্বর জামাত ইসলামি হিন্দ-এর সভাপতি সিরাজ ডাক্তারের (হোমিওপ্যাথি) নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার মুসলমান মাইক বাজিয়ে স্লোগান দিতে থাকে যে হিন্দু সংগঠনের কর্মী প্রতাপ হাজরাকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। মুসলমানরা আল্লা-হু-আকবর, নারায়ে তকবির প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকে ও আসামের বদলা আমরা নেবো বলে স্লোগান দেয়। উস্তি এলাকার প্রায় সমস্ত হিন্দুদের দোকান তারা বন্ধ করে দেয়। যারা দোকান বন্ধ করতে একটু দেরি করেছে তাদেরকে হিন্দু দেব-দেবীর নাম করে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকে। উস্তির মোড়ে মা অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয়টি মুসলমানেরা সম্পূর্ণ ভেঙে দেয় এবং এলাকার বি.জে.পি নেতৃত্ব ত্রিদিব ঘোষের বাড়ি ও পঞ্চানন তলার মন্দির ভাঙার পরিকল্পনা করে। পাশের এলাকার ডাক্তার তুষার সরকারের (ইনি প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকারের বংশধর) বাড়িতে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব থাকে।

শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর দুপুরের নামাজ পড়ার পর গোটা এলাকায় তারা হুমকি দিতে থাকে যে এই অঞ্চলকে (পদ্মপুকুর-সুলতানবাগ, চৌসা, নৈনানপুর, সাতঘড়া, দেয়ারক, কুলেশ্বর পঞ্চাননতলা) সম্পূর্ণ হিন্দুশূন্য করে দেব। এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার মোল্লা একত্রিত হয়ে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু প্রশাসন র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স দিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে। প্রশাসনের তৎপরতায় মুসলিমরা আক্রমণ করতে

শেষাংশ ২য় পাতার

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

প্রতিবারের মতো হিন্দু সংহতির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার হিন্দু অধ্যুষিত দরিদ্র এলাকাগুলিতে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল। দুর্গাপুজো হিন্দু বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। নতুন জামাকাপড় পরে সকলে মিলে ঠাকুর দেখার আনন্দই আলাদা। কিন্তু দারিদ্রের ছোবল বেশ কিছু অঞ্চলে এমন গভীর যে দুর্গাপুজোর রঙিন দিনগুলো তাদের কাছে অর্থহীন। তারাও যাতে এই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে পারে তাই হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। কোলের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

হাওড়ার বাগনানের আমড়াবেড়িয়া

হিন্দু সংহতি যেসব জায়গায় বস্ত্র বিতরণ করেছে তারমধ্যে অন্যতম হল চেঙ্গাইল, বাগনানের আমড়াবেড়িয়া, বারুইপুর ব্লকের হাটা, পশ্চিম মাধবপুর, মলয়পুর, সুন্দরবনের হেমনগর, চড়াবিদ্যা সহ আরও বিভিন্ন অঞ্চলে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের হাটা

সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষের নেতৃত্বেই এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত হয়। এছাড়া সংহতির কর্মী সুজিত মাইতি, অজিত অধিকারী, সমর ভট্টাচার্য্য, প্রতাপ হাজরা, রাজকুমার সর্দার ও সোমরাজ গাঙ্গুলী বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শম্ভুদয়াল আগরওয়াল।

শুভ শারদীয় দুর্গাপূজা, আসন্ন কালীপূজা ও ছটপূজা উপলক্ষে হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী এবং সকল হিন্দুদের 'হিন্দু সংহতি'র পক্ষ থেকে জানাই গৈরিক ও সংগ্রামী অভিনন্দন।

আমাদের কথা

দুর্গাপূজা ও বকরিদ—দূরগামী পরিণাম

দুর্গাপূজা আর বকরিদ এবার গায়ে গায়ে পড়েছে। তাই সরকার ও প্রশাসনের দুশ্চিন্তা অনেকটা বেশী। হিন্দু-মুসলিম মিশ্র এলাকায় গরু কুরবানি নিয়ে প্রবল গণ্ডগোল হতে পারে অনেক স্থানে। কোন বছরই গো-কুরবানি অশান্তি ছাড়া যায় না। আর এবার দুর্গাপূজার মাত্র দু'দিন পর বকরিদ। তখনও বহু মণ্ডপে প্রতিমা থাকবে। তাই ছোট গণ্ডগোল বড় আকার ধারণ করতে পারে---এটা গভীর আশঙ্কা। পূজার সময় হিন্দু-মুসলমান অশান্তি হলে সরকার ও প্রশাসনের বড় বেশী বদনাম হবে। তাই প্রশাসন অনেক আগে থেকেই তৈরী হচ্ছে এর মোকাবিলার জন্য। কিন্তু কোন্ পথে তৈরী হচ্ছে? আইনের পথে কি? না। আইনের রক্ষকরা আইনের উপর বেশী ভরসা করেন না। বে-আইনী পথটাকে অনেক বেশী সহজ ও প্র্যাকটিকাল বলে তাঁরা মনে করেন। রাজ্য চালাতে আইনের কোন পরোয়াই তারা করেন না।

সুপ্রীম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট আদেশ আছে—বকরিদের দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে গরু কাটা চলবে না। কলকাতা হাইকোর্ট এই আদেশ দু'বার দিয়েছে। এই আদেশ পালন করাই হল আইনের রক্ষা করা। কিন্তু প্রশাসন তা করে না, করবে না। প্রশাসন মনে করে—মুসলমানরা কোর্টের আদেশ মানবে না। তারা গরু কাটবেই। বাধা দিতে গেলেই অশান্তি গণ্ডগোল দাঙ্গা বাঁধবে। তাই ওরা যত খুশী গোহত্যা করুক। শুধু প্রমাণ না থাকলেই হবে। কোর্টের রায় লাগু করার কোনরকম নৈতিক দায়িত্ব প্রশাসন অনুভব করে না। কিন্তু সমস্যা হবে যেখানে হিন্দুরা কোর্টের রায় হাতে নিয়ে গোহত্যা আটকাতে যাবে অথবা পুলিশের কাছে দাবী করবে। তখন পুলিশ কী করবে? কোর্টের আদেশ পালন করবে, না মুসলমানের মন রাখবে? তার উপর কোর্টের রায় হাতে নিয়ে হিন্দুরা যদি জোর করে যে, গোহত্যা বন্ধ কর। তখন কী হবে? তাই পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত, এরকম পরিস্থিতিই যাতে তৈরি না হয়। তাই পুলিশের সহজ সমাধান হল---মুসলমানকে দিয়ে আইন মানানো নয়, কোর্টের আদেশ পালন করতে বাধ্য করানো নয়, হিন্দু প্রতিবাদের সম্ভাবনাকেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়া। এবং তা অবশ্যই আইনের পথে নয়। যারা প্রতিবাদ করতে পারে, তাদেরকে আগে থেকেই ধমকানো, চমকানো, তাড়িয়ে বেড়ানো। কোন অভিযোগ, কেস না থাকলেও তাদের বাড়ী রেড করা, তাদেরকে এলাকা ছাড়া করা। এককথায়, হিন্দুদেরকে ভয় দেখিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা। এইভাবে গো-কুরবানি পরবে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা। আর গরু কাটা আটকানোর তো প্রশ্নই নেই। প্রতি বছর বকরিদে এই রাজ্যে কমপক্ষে একলক্ষ গরু কাটা হয়। মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই এরাজ্যে পুলিশ ও প্রশাসন যে অলিখিত নিয়ম পালন করে আসছে তা হল—(ক) সম্পূর্ণ মুসলিম এলাকাতে মুসলিমরা যত খুশী গরু কাটুক তাতে কোন বাধা দেওয়া নয়, (খ) হিন্দু মুসলিম মিশ্র এলাকাতে যেসব স্থানে বকরিদের দিনে পূর্বে গরু কাটা হয়েছে—সেসব স্থানে গোহত্যায় অনুমতি দেওয়া, (গ) মিশ্র এলাকায় নতুন যেসব স্থানে তারা গরু কাটতে প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে যদি হিন্দুরা বাধা না দেয় ও প্রশাসনের কাছে গোহত্যা বন্ধে কোন আবেদন না করে—তাহলে সেখানেও গরু কাটতে দেওয়া, (ঘ) যেখানে গোহত্যার প্রস্তুতি দেখে হিন্দুরা প্রশাসনের কাছে গণ দরখাস্ত, ডেপুটেশন ইত্যাদি দিচ্ছে—সেইসব জায়গায় থানাতে বা বিডিও অফিসে সর্বদলীয় মিটিং ডেকে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা। সমস্যার সমাধান মানে আইনের পালন করা নয়। শুধু বকরিদের দিনে এলাকায় শান্তি বজায় রাখা। তারজন্য রাজনৈতিক দলগুলির সম্মতি নিয়ে প্রতিবাদকারী হিন্দুদেরকে মেরে ঘর ঢুকিয়ে রাখা। অনেক স্থানেই মারতে হয় না, লাঠি আর বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়া আর প্রতিবাদ সক্ষম গ্রাম ও পাড়াগুলির সামনে রাইফেলধারী র‍্যাফ দাঁড় করিয়ে রাখা। উদ্দেশ্য-হিন্দুদের মনে আতঙ্ক তৈরী করা।

এইভাবে বছরের পর বছর অবাধে গরু কাটা ও এলাকায় শান্তি বজায় রাখা। কোনরকমে দিনটা পার হলেই হল। তার বেশী আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই সরকারের ও প্রশাসনের। কিন্তু এর দূরগামী পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হবে—তার প্রতি আমরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রশাসনের এই নীতির ফলে মুসলিমরা মনে করবে যে এদেশের কোন আইন, কোন কোর্টের আদেশ পালন করা তাদের জন্য আবশ্যিক নয়। তারা এটাও বুঝতে পারবে যে আইন ও কোর্টের আদেশ লঙ্ঘন করতে পুলিশ ও রাজনৈতিক দলগুলি তাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, এদেশের বৃহৎ সংখ্যক সমাজ হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আদর্শ, সেন্টিমেন্ট প্রভৃতিকে এতটুকু গুরুত্ব দেওয়ার কোন দরকার নেই। অর্থাৎ, দেশের আইন, হিন্দুদের সেন্টিমেন্ট এ সবকিছুকে পদদলিত করার পবিত্র অধিকার তাদের আছে যেহেতু তারা পবিত্র সংখ্যালঘু। তাদেরকে এ দুটো কথা কেউ মনে করিয়ে দেয় না যে, যে সকল দেশে তারা সংখ্যাগুরু সেসব দেশে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কতটুকু অধিকার তাদের ধর্মীয় বিধান দিয়েছে। সৌদি আরবে হিন্দু শ্রমিকরা শুয়োর কাটার দাবী জানালে তারা কিরকম আচরণ করবে? দ্বিতীয়তঃ, ভারতেই যেসব স্থানে তারাই সংখ্যাগুরু, যেমন মুর্শিদাবাদ, মালদা, উঃ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায়, সেখানে কি সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত অধিকার ও সুযোগ সুবিধাগুলি তারা হিন্দুদেরকে দিয়ে দেবে?

বকরিদে এই অবৈধ গরুকাটার দ্বিতীয় পরিণাম হিন্দুদের উপর। হিন্দুরা বুঝবে যে মুসলমানের জন্য আইন ও কোর্টের আদেশ প্রযোজ্য নয়। এর প্রতিবাদ করতে গেলে তার পরিণাম ভুগতে হবে। তাই মুসলমানের কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজেরই প্রতিবাদ করা চলবে না। এদেশে তারা আইনের ঊর্ধে। অর্থাৎ, এদেশে মুসলিমরা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত নাগরিক। বকরিদে অবৈধ গরু কাটাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলিমের এই দুই বিপরীতমুখী মানসিকতার পরিণাম---মুসলমানের অবৈধ আকাঙ্খা আরও বেড়ে যাওয়া, আর হিন্দুর মাথা নীচু করে সবকিছু মেনে নেওয়া—এটা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া। তাই, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের আক্রমণ করে ৫ লাখ টাকা, চোলাই মদ খেয়ে মরলে দুলাখ টাকা, স্কুলে গেলেই একহাজার টাকা, মুসলিম ছাত্রী হলেই সাইকেল, ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিন ভাতা, চাকরিতে সংরক্ষণ, সব মুসলমানদের ওবিসি করে দেওয়া, অপ্রয়োজনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, সরকারী অর্থে চলা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদেরও আরবী ও ইসলামিক ইতিহাস পড়তে বাধ্য করা—তোষণের তালিকা সীমাহীন। আমরা মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি ভাবতে—এর শেষ কোথায়? এর শেষ আর একটি ইসলামিক স্থানের গঠন এই পূর্বভারতে। হিন্দু, তৈরী হও তার জন্য।

হিন্দু সংহতি-র বারাসাতে পথসভা

গত ৭ই অক্টোবর ২০১২ উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের স্টেশন সংলগ্ন রিক্সা স্ট্যান্ডে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। পথসভা শুরু হয় বিকাল ৫টায়। পথসভার বিষয় ছিল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ, গো-পাচার, গো-হত্যা, লাভ জেহাদ, হিন্দু নারী অপহরণ ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অঞ্চলবাসীকে সচেতন করা।

পথসভার শুরুতে সভাপতির ভাষণে চঞ্চল দেবনাথ মুসলিম আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি বলেন মুসলিমদের থেকে হিন্দু মা-বোনেদের সতর্ক থাকতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু যুবকদের এক হতে হবে। তবেই আমরা এক শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবো। হিন্দু সংহতির বিশিষ্ট কর্মী অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় তার ভাষণে বলেন প্রতিদিন বাংলাদেশে হাজার হাজার গরুপাচার হচ্ছে, বারাসত সহ উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে সংবিধান বিরোধী গো-হত্যা হচ্ছে, অথচ সব দেখেশুনেও প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে। গরু পাচারের ফলে বনগাঁয় প্রায় পাঁচশো একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশাসন এই অপূরণীয় ক্ষতি দেখেও দেখছে না। এর থেকে প্রমাণ হয় এইসব দুষ্কৃতিদের সঙ্গে প্রশাসনের অশুভ আঁতাত আছে। শ্রীরায় আরও বলেন প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকে বনগাঁ বারাসাত, দেগঙ্গাসহ উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রশাসন সব জেনেও এদেরকে ধরছে না। রাজ্য কমিটির সদস্য সুষেণ বিশ্বাস হয়ে বিষয়টা সুন্দরভাবে পর্যালোচনা করেন। বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ ও গরুপাচার দেশের কতবড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করছে সেকথা তিনি তুলে ধরেন।

সংহতি কর্মী সুশান্ত রায় তার বক্তব্যে লাভ জেহাদের কথা তুলে ধরে। মুসলিম ছেলেরা হিন্দু নাম নিয়ে কিভাবে প্রেমের অভিনয় করে তাদের ধর্মলোপ করছে। তিনি আরও বলেন একটি হিন্দু ছেলে ও একটি মুসলিম ছেলে সি.পি.এম. বা তৃণমূল বা কংগ্রেস করে। মুসলিম ছেলেটির ভাগ্যে অনেক কিছু জুটলেও হিন্দু ছেলেটির ভাগ্যে জোটে কাঁচকলা। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের জন্য পার্টিগুলো মুসলিমদের জন্য কিছু করতে সদাব্যস্ত, আর হিন্দু ভোট তো ফোকটে পাওয়া যায়, তাই ওদের জন্য চিন্তা না করলেও চলবে। এছাড়া অভিজিৎ দে সহ অন্যান্য হিন্দু সংহতিকর্মীরা সভার বিষয় নিয়ে বাস্তব পর্যালোচনা করেন।

উক্ত সভায় অল্ ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের অ্যাড্‌ভোকেট শ্রী রত্নেশ্বর সরকার, গুরুচাঁদ সেন, শ্রী প্রফুল্ল মলঙ্গি, বঙ্গসেনার শ্রী ধীরেন পাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জ্ঞানীগুণীজন হিন্দু সংহতির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সংহতি কর্মীদের বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অনেকেই এগিয়ে এসে হিন্দু সংহতির এই প্রতিবাদ পথসভাকে সাধুবাদ জানায়। অঞ্চলের বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী হিন্দু সংহতির বিষয়ে খোঁজখবর নেয় ও সংহতির সদস্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সামগ্রিকভাবে হিন্দু সংহতির এই প্রতিবাদ সভা অঞ্চলে দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কাকদ্বীপে হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলন

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১২ কাকদ্বীপে হিন্দু সংহতির কাকদ্বীপ মহকুমার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে মাঠে সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল, ঐদিন সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় মাঠটি কাদা হয়ে যায়। তাই স্থান পরিবর্তন করে বীরেন্দ্র মার্কেটের পিছনে রাস্তার উপরে এই কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নামখানা, কাকদ্বীপ ও সাগর ব্লকের ১৫০ জন কর্মী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের প্রধান বক্তা সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ প্রথমে কর্মীদের কাছ থেকে সমস্ত এলাকার পরিস্থিতির খবরাখবর নেন। তার প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন এলাকার কর্মীরা বলেন যে আগামী ২০-২৫ বছর পর এইসব এলাকায় হিন্দু ও মুসলিমরা পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে না। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। কাকদ্বীপের কর্মীরা এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে কাকদ্বীপের অধিকাংশ মাছ ধরার ট্রলার মালিক ও বাজারের মাছ আড়তের মালিকরা বাংলাদেশ থেকে মার খেয়ে চলে আসা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন হিন্দু চেতনা নেই। তারা হিন্দু সংগঠনের কাজে কোন সহযোগিতা করেন না। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ও দুর্ভাগ্যের কথা। এর উত্তরে তপন ঘোষ বলেন, এই বাংলাদেশী রিফিউজিরা যতই টাকার মালিক হোন না কেন, এরা মনের দিক থেকে হেরে গিয়েছে। তপন ঘোষ সংহতি কর্মীদেরকে গ্রামে গ্রামে হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এবং এই প্রতিরোধে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সহয়োগিতার আশ্বাস দেন। তিনি মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অভিমন্যু বধ ঘটনার উল্লেখ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার নতুন ব্যাখ্যা কর্মীদের সামনে তুলে ধরেন। এই সভায় প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন ও সম্পূর্ণ সভাটি পরিচালনা করেন সংহতির কর্মী সৌরভ শাসমল।

১ম পাতার শেষাংশ

উস্তি থানার দেউলা অঞ্চলে মুসলিম তাণ্ডব

সাহস পায় না। হিন্দুরাও এই হুমকি ও আক্রমণের পরিকল্পনার থেকে বাঁচার প্রস্তুতি পুরোদমে নিতে শুরু করে এবং এলাকায় হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে সাহায্যের জন্য উস্তির হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাছে ছুটে আসে।

সোমবার উস্তি থানার সমন্বয় কমিটির বৈঠকে রাজনৈতিক বিবাদ ভুলে সমস্ত হিন্দু এক হয়। মুসলমানরাও এক হয়ে বৈঠকে এসেছিল। সিরাজ ডাক্তার ও উপস্থিত মোল্লারা অঞ্চলের হিন্দু সংগঠক প্রতাপ হাজরাকে গ্রেপ্তার করতে হবে বলে দাবী জানায়। কিন্তু থানায় উপস্থিত প্রাক্তন ও.সি.রা জানায় যে প্রতাপ হাজরা কোন অপরাধী নয়। তার নামে পুলিশের খাতায় কোন কেস নেই, তাই প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গত ১৩-১০-২০১২ তারিখে বিকাল চারটের সময় হঠাৎ প্রতাপ হাজরার বাড়ির সামনে দিয়ে চারগাড়ি র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স উস্তি থানার নেতৃত্বে ঘোরে। কেউ খবর দিয়েছিল যে প্রতাপের বাড়িতে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র মজুত আছে। উস্তি থানার পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী এসে প্রতাপের বাড়ি তল্লাশি চালায়। কিন্তু কিছু না পেয়ে তারা ফিরে যায়। এরপর দফায় দফায় পুলিশ রাস্তায় টহল দিতে থাকে প্রতাপকে ধরার জন্য। কাদের দেওয়া খবরে পুলিশ এই তল্লাশি চালালো, তার সদুত্তর প্রশাসন দেয়নি।

সম্প্রতি উস্তি থানার উত্তর দিকের দেওয়ালের পাশে অবৈধ গরুর হাট বসেছে। অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ত্রিদিব ঘোষের মাধ্যমে জানা যায় প্রশাসন থেকে গরুকাটার জন্য জায়গা ঘেরার কালো ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যে কোনদিন মুসলমানদের দিক থেকে হিন্দু গ্রাম আক্রমণ হবার সম্ভাবনা আছে। এমন অবস্থায় সমস্ত হিন্দু গ্রাম এক হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে উস্তি অঞ্চল একদিন হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে।

পুঞ্চে প্রাণসঞ্চার ঃ আমার শিক্ষা লাভ

তপন কুমার ঘোষ

ইতিমধ্যে আমরা বজরং দলের কেন্দ্রীয় টিম আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে শ্রাবণ মাসে ৭ দিন আমরা বুঢ়া অমরনাথ যাত্রা করব এবং সারা ভারত থেকে হিন্দু যুবকদের নিয়ে আসব। উদ্দেশ্য দুটো-তাদেরকে পুঞ্চের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করানো এবং পুঞ্চের হিন্দুদেরকে সাহস দেওয়া। পুঞ্চবাসীর মধ্যে এই ভাব জাগানো যে সারা ভারত তাদের সঙ্গে আছে, তাদেরকে ভুলে যায়নি। ১৯৮৯-৯০ সালে যখন কাশ্মীর থেকে হিন্দু বিতাড়ন হয়েছিল তখন এরকম কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এবার সে ভুলের সংশোধন আমরা করব।

বজরং দলের পক্ষ থেকে আমাকে এই যাত্রার প্রমুখ করা হয়েছিল। প্রথম যাত্রা হয় ২০০৫ সালে আগষ্ট মাসে। সমগ্র যাত্রা পরিচালনা করার জন্য আমার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম উত্তর প্রদেশের আর একজন ক্ষেত্রীয় সংযোজক ধনঞ্জয় পাঠককে। তার সম্বন্ধেও এককথায় বলা যায়—'ভয় কারে কয় নেইকো জানা'। অনেকবার তার পরিচয় আমি পেয়েছি। পরিকল্পনা হল—৭ দিন ধরে প্রতিদিন এক হাজার করে বজরঙ্গী বা হিন্দু যুবক দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা হবে। অবশ্যই তারা আসবে নিজের খরচে। প্রথমে তারা জম্মু এসে পৌঁছবে। সেখানে একটা অস্থায়ী ক্যাম্প করা হবে। জম্মু থেকে বাস রিজার্ভ করা হবে। বাসভাড়া হিসাবে মাথা পিছু ২৫০ টাকা করে নেওয়া হবে জম্মু থেকে পুঞ্চ যাতায়াতের জন্য। পরদিন খুব সকালে তারা রওনা দেবে। রাস্তা তখন ছিল খুব খারাপ। অনেকটাই পাহাড়ি রাস্তা। সকাল ৭টায় রওনা দিলেও পৌঁছতে বিকাল ৫টা বাজবে। বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরে তো এত লোকের থাকার জায়গাই নেই। তার উপরে নিরাপত্তার প্রশ্ন। সুতরাং যাত্রীরা প্রথমে পুঞ্চ শহরে আসবে। সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এক রাতের জন্য আমরা করব। কোনরকমে শুধু রাত কাটানো নয়, তাদেরকে শহরটা ঘোরানো, স্থানীয় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করানো, শপিং করানো—এটা ছিল আমাদের অঘোষিত পরিকল্পনা। অথচ রাত্রি ৯টার পর পুঞ্চ শহরে কারফিউ হয়ে যায়—পাকিস্তান প্রেরিত জঙ্গী বদমাসদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য।

আমি ও ধনঞ্জয় পাঠক শহরের দশনামী আখড়াতে ডেরা নিলাম। আখড়া মানে মন্দির। কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য একটা বড় ঘর দিলেন। ৭ দিন ধরে রোজ হাজার লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের প্রাথমিক পুঁজি ছিল পুঞ্চ শহরের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন বৃদ্ধ কার্যকর্তা ওমপ্রকাশজী এবং বজরং দলের ৩-৪ জন যুবক। উভয় সংস্থারই কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল নেতিবাচক ও ভয়ের পরিবেশে। তবু তাদেরকে নিয়েই আমরা শহরের বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন মন্দির, স্কুল ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। জেলার কালেক্টর (ডি.এম.), এস.পি. ইত্যাদির সঙ্গে দেখা করলাম। সকলকে আমাদের পরিকল্পনা বোঝালাম এবং সহযোগিতার চাইলাম। এই কাজে আমরা আর. এস. এসেরও সাহায্য পেলাম। সকলের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে, সাহায্য করার ইচ্ছা সকলেরই আছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না যে সারা দেশ থেকে লোক এখানে আসবে। তাদের মনের অবস্থাটা এরকম হয়ে গিয়েছিল যে তারা নিজেদেরকে সারা দেশের কাছে পরিত্যক্ত ভারত। আমাদের কথা শুনে তারা ভাবছিল যে তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই জম্মু, রাজৌরী থেকে এখানে আসেনা। আর অনাত্মীয়রা আসবে এত দূর থেকে তাদের সঙ্গে একাত্মতা দেখাতে! তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

পুঞ্চে পাহাড়ের কোলে বাবা বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরে যাত্রীদের ভিড়

পরিকল্পনা করেছিলাম—শহরের হাই স্কুল, পলিটেকনিক ও দুটি মন্দিরে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা হবে। প্রধান ক্যাম্প হবে দশনামী আখড়া। সেখানেই রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা। তার জন্য মন্দিরের পাশের জমিটা ব্যবহার করব। ওটা ফসলের খেত। কিন্তু ওইসময় ফসল থাকে না। পরদিন সকালে আবার ওই বাসে করেই ২৫ কি.মি. দূরে মণ্ডী গ্রামে বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরে যাওয়া। ওখানে দর্শন ও পূজা। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও মন্দিরের পিছনে পুলস্তী নদীতে বড় বড় পাথর ও খরস্রোতা বরফগলা জলে স্নানের অনুমতি দেব। পূজার পর মন্দির কর্তৃপক্ষের লঙ্গর থেকে লুচি-তরকারি খাওয়ানোর ব্যবস্থা। চেষ্টা করা হবে সকাল ১০টা ১১টার মধ্যে সব সেরে জম্মুর দিকে রওনা দেওয়া। রাত ৮টা ৯টায় জম্মু ফেরা। যাওয়া ও আসার পথে দু-জায়গায় বিরতি। সুন্দরবনীতে সকালের জলখাবার। রাজৌরীতে দুপুরের ভোজন। আর্মির সেক্টর অফিসগুলিতেও দেখা করলাম। তারা প্রত্যেকদিন যাত্রার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

রোজ যাত্রার কনভয়ের আগে পিছনে পুলিশের গাড়ি থাকত। আর আর্মি আমাদের যাত্রাপথের দুদিকে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত সমস্ত পাহাড় ও জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজত কোন বদমাস লুকিয়ে আছে কিনা। আমাদের এই যাত্রার জন্যে সত্যি প্রশাসন ও আর্মির উপর চাপ পড়ে ছিল। তা সত্ত্বেও সুরানকোটের কাছে একদিন আমাদের কনভয়ে গ্রেনেড পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে কনভয়ের শেষে জলের গাড়িতে ওই গ্রেনেডটা পড়েছিল। হতাহত কেউ হয়নি।

এইবার বলি যাত্রার প্রথম দিনের কথা। পুঞ্চ শহরের ঠিক মাঝখানে পলিটেকনিক কলেজের একটা বড় মাঠ আছে। ঠিক হল সেখানেই বাসগুলো এসে দাঁড়াবে। সেখান থেকে পাশেই দশনামী আখড়ায় যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হবে। আমি দিল্লী থেকে ৫ জন বজরঙ্গী যুবক নিয়ে গিয়েছি আমাকে সহযোগিতার জন্য। তারা এবং দশনামী আখড়ার প্রধান বসন্তরামজী সহ আমি ওই মাঠে অপেক্ষা করছি। একটা ঢোল ভাড়া করেছিলাম স্বাগতের জন্য। আর আমার সঙ্গে পুঞ্চের কিছু ছেলে। ধনঞ্জয় পাঠক জম্মু থেকে প্রথম কনভয়কে গাইড করে নিয়ে আসবেন।

ওখানে তখনও মোবাইল ফোন কাজ করে না। তাই পুলিশের ওয়ারলেসের মাধ্যমেই খবর নিচ্ছিলাম যাত্রা কতদূর এসেছে। তাদের পৌঁছতে সন্ধ্যা ৬টা হয়ে গেল। ১৩টা বাসে প্রায় ৭০০ জন বজরঙ্গী যাত্রী এল। মুখে তাদের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। কিন্তু অনেকের চোখেমুখেই বেশ কিছুটা টেনশন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রায় পাকিস্তানেই চলে এসেছে। আমরা তো আগে থেকেই জানতাম ১৩টা বাস আসছে। কিন্তু স্থানীয়রা যখন স্বচক্ষে দেখল—সত্যি সত্যি একের পর এক বাস ঢুকছে, আর দলে দলে যুবকরা নামছে—পুঞ্চবাসীর কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য দৃশ্য। তারাও জয় শ্রীরামে যোগ দিল। এক একজনের কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যখন জানল কেউ এসেছে বম্বে থেকে কেউ এসেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে, কেউ বা পাটনা থেকে—পুঞ্চবাসীদের অনেকের চোখেই জল এল। গোটা শহরে দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। অনেকে আসতে লাগল। মহিলারাও। কুচো-কাচারা তো আগে থেকেই আমার সঙ্গে আছে। বুঝতেই পারলাম না কারা যেন স্কোয়াশ দিয়ে সরবতের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তারপর যাত্রীদের নিয়ে গেলাম দশনামী আখড়ায়। চিন্তা ছিল রাতের খাবার বিতরণের জন্য ২৫-৩০ জন ছেলে পাব কিনা। ম্যাজিক হয়ে গেল। বহু স্থানীয় যুবক ও মধ্যবয়সীরা আমি কিছু বলার আগেই কাজে হাত লাগিয়ে দিল। ৭-৮টা টেবিলে কাউন্টার সাজিয়ে ফেলল। বড় বড় ডেকচি ভর্তি ভাত ডাল সবজি কয়েকজন মিলে ধরে নিয়ে এল। টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল বিতরণ করতে। যাত্রীরা লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খেতে লাগল। বাচ্চারা ও কিশোরী মেয়েরা জগে করে জল ও গ্লাস হাতে নিয়ে সবাইকে জল দিচ্ছে। দশবার করে গিয়ে এক-একজনকে জিজ্ঞাসা করছে জল লাগবে কিনা। এই উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখে যাত্রীরাও খুব খুশী। তারাও পুঞ্চবাসীর সঙ্গে গল্পে মেতে গেল। সংবাদ ও ভাবের বিনিময় হতে থাকল। তার পরেরটা আমার কাছে আরও বড় চমক। খাওয়ার পর এঁটো স্টিলের থালা বাটি এক সাইডে রাখতে বলা হয়েছিল। সেখানে ড্রাম ভর্তি জল আছে। কাজের লোক দিয়ে পরে ধুয়ে নেব। কিন্তু যাত্রীরা কেউ সেখানে এঁটো থালা রাখতে যাওয়ার সুযোগ পেল না। পুঞ্চের ছেলেমেয়েরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজনের খাওয়া শেষ হতেই তাদের কাছ থেকে এঁটো থালা-বাটি-গ্লাস সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্থানে রেখে আসছে। সেখানকার দৃশ্য আরও চমকপ্রদ। পুঞ্চের অভিজাত ঘরের মহিলারা সেখানে মাটিতে একটা করে ইঁট পেতে বসে পড়েছেন। হাত বাড়িয়ে বাচ্চাদের কাছ থেকে এঁটো থালা নিচ্ছেন। প্রথমে এঁটোগুলো পরিস্কার করে একটা ড্রামে ফেলছেন। তারপর সাবান জল দিয়ে থালা-বাটি সব ধুয়ে দিচ্ছেন। এ দৃশ্য সত্যিই আমাকে অভিভূত করে দিল। পরে জেনেছিলাম শিখদের গুরুদোয়ারায় করসেবার পদ্ধতি থেকে অন্যরাও এটা গ্রহণ করে উত্তর ভারতে এই পদ্ধতি পরম্পরাতে পরিণত হয়েছে। *ক্রমশঃ.....*

গোপালনগরে গো-কুরবানি

হিন্দু প্রতিরোধ

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার গোপালনগর থানার অন্তর্গত মাগুরখালি গ্রাম। ঐ গ্রামের হিন্দুরা জানতে পারে তাদের গ্রামে এ বছর গো-কুরবানি হবে। তাই ২৭শে অক্টোবর বক্‌রি ইদের দিন সকাল থেকে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিন্দু গ্রামবাসীরা দেখে গোপালনগর থানার ও.সি.-র নেতৃত্বে একটি গরু কাটা হয়ে গেছে। এই দেখে গ্রামবাসীরা যারা গরু কাটছিল তাদের দিকে ধেয়ে যায়। কিন্তু থানার ও.সি. গ্রামবাসীদের বাধা দেয় এবং ঘাতকদেরকে অন্যান্য গরু নিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তখন সকাল আটটা। ঘটনায় ক্ষিপ্ত হিন্দু গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয় এরপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে হিন্দুরা আরও উত্তেজিত হয়ে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে এবং ও.সি.-র মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপর সমস্ত পুলিশকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়। এই খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লে এস.ডি.ও. এবং স্থানীয় এম.এল.এ. শ্রী বিশ্বজিৎ দাস ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ঘিরে গ্রামবাসীরা দাবী জানায় যে ঘাতক বহিরাগত—মহঃ জুগবার মণ্ডল, স্থানীয় মহঃ সেলিম মণ্ডল, মহঃ সোহেত মণ্ডল ও মহঃ খায়রুল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং গোপালনগর থানার ও.সি.-কে শাস্তি দিতে হবে। এস.ডি.ও. এবং এম.এল.এ.-কে ঘিরে ধরে গ্রামবাসীরা স্লোগান দিতে থাকে। পরে এম.পি শ্রী গোবিন্দ নস্কর এবং এস.ডি.পি.ও. সমেত বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং এলাকাবাসীর অভিযোগ গ্রহণ করে। এস.ডি.পি.ও. এবং এম.পি. আশ্বাস দেন যে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামীদের গ্রেপ্তার করা হবে। এই বলে আটক পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এই আশ্বাস বাস্তবায়িত করার কোন চেষ্টা পুলিশের মধ্যে দেখা যায়নি। উপরন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ, এখনও মুসলমানরা হুমকি দিচ্ছে যে পুলিশ চলে গেলে হিন্দুদের তারা দেখে নেবে।

হাওড়ার আমতায় সি.টি.সি. বাসে ওঠাকে কেন্দ্র করে বিশাল তাণ্ডব

গত ৩রা অক্টোবর বুধবার সকালবেলা আমতা সি.টি.সি.-র বাসস্ট্যাণ্ডে সি.টি.সি বাসে লাইন দিয়ে ওঠার সময় আমতার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি হ্যাপিদার (সুব্রত দে) মেয়েকে বাসে তোলা নিয়ে চন্দ্রপুরের কয়েকটি মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে ঝামেলা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মুসলমান ছেলেরা সি.টি.সি. বাস ভাঙচুর করলে স্থানীয় হিন্দু ছেলেরা তাদের মারধোর করে এবং দুইজনকে আটকে রাখে। বাস চালু হলে ঐ বাসে বাকী মুসলমান ছেলেরা উঠে গিয়ে চন্দ্রপুরের মাজারের কাছে বাস আটক করে ঐ বাসের মধ্যে থেকে হ্যাপিদার মেয়েকে জোর করে বাস থেকে নামিয়ে নেয় এবং ঐখানে বাস অবরোধ করে, আরো কয়েকটি সি.টি.সি. বাস এবং আমতা-সাঁকরাইল বাসে ভাঙচুর করে। এই খবর যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের টি.এম.সি. সভাপতি বিশ্বনাথ লাহা অবস্থা সামাল দিতে তাড়াতাড়ি করে আটকে থাকা মুসলমান ছেলে দুটিকে নিয়ে চন্দ্রপুরে এসে হ্যাপিদার মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। ততক্ষণে চারিদিকে হিন্দুদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তার ফলে আমতা সি.টি.সি. বাসস্ট্যাণ্ডে আমতা কলাতলা, ১০ নম্বরে অবরোধ শুরু করে দেয়। এর মধ্যে আমতা থানার পুলিশ আসে, তাতে কোন সুরাহা হয়নি। টানা দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা অবরোধ চলে। পরে এস.ডি.পি.ও. এসে কথা দেয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবে। তার পরে অবরোধ ওঠে। কিন্তু ঐ দিন, সি.টি.সি. উলুবেড়িয়া সাঁকরাইল বাস চলাচল বন্ধ ছিল। পরের দিন রাত্রে রেড করে ১২ জন মুসলমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে ৭ জনকে ছেড়ে দেয়। ৬ জনকে কোর্টে চালান করে। আগে গত ১লা অক্টোবর, আমেরিকাতে যে সিনেমা চালু করেছে তাতে নাকি মুসলমানদেব ধর্মে আঘাত করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমতার চন্দ্রপুরে এবং কাঁসড়াতে অবরোধ করে এবং জগৎবল্লভপুর থানার মুন্সিরহাট প্রায় চার ঘণ্টা অবরোধ করে। ফলে হিন্দুদের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে এবং মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

হিন্দু সংহতি ও বনগাঁ ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটেশন

অনুপ্রবেশ, গো-হত্যা ও গরু পাচার !

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১২ বনগাঁয় হিন্দু সংহতি ও বনগাঁ ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার ও অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বনগাঁ কোর্টের সামনে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল ব্যাপকহারে বাংলাদেশে গো পাচার এবং বাংলাদেশী মুসলিমদের অনুপ্রবেশ, যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনজীবনকেই শুধু বিপর্যস্ত করছে না, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও দেশকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বনগাঁর সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে গরুপাচার অনেকদিন ধরেই চলছে। সম্প্রতি এই গরুপাচার ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। বাংলাদেশে গরুপাচারের এক চক্র বিশেষভাবে সক্রিয় এবং তারা প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে দিয়ে গরু নদী পার করিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময়ে পাচারকারীরা চাষের জমির উপর দিয়ে গরু নিয়ে যাচ্ছে, এতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হচ্ছে। বাধা দিতে গেলে সশস্ত্র পাচারকারীরার চাষীদের প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে। কয়েকজনকে তারা মারধোর পর্যন্ত করেছে। বি.এস.এফ.-এর গুলি চালানো নিষেধ বলে তারা এ ব্যাপারে কিছু করছে না, আর প্রশাসন সমস্ত জানা সত্ত্বেও নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। ফলতঃ বনগাঁ অঞ্চলের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে দিন কাটাচ্ছে এবং প্রশাসনের উপর তারা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য বাংলাদেশী নদী পার হয়ে এদেশে ঢুকছে। বেশীরভাগই ফিরে গেলেও অনেকেই কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনীতি ও প্রশাসনের কিছু কর্তাদের দৌলতে এই অনুপ্রবেশকারীরা বহাল তবিয়তে এখানে বাস করছে। ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই অনুপ্রবেশ কতবড় সর্বনাশ ডেকে আনবে তা জেনেও প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয় মনোভাব সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

উক্ত পথসভায় বনগাঁ বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবিরা তাদের বক্তব্য রাখেন। বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অ্যাডভোকেট সমীর দাস গরু পাচার ও অনুপ্রবেশ রোধে প্রশাসন যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সে কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। সুনীল কীর্তনীয়া প্রশাসনের দুর্নীতি যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা বলতে গিয়ে জানান, জেল থেকে আসামি পালালেও পুলিশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে, তাদের ধরার কোন চেষ্টাই করছে না। দুষ্কৃতি-পুলিশের যোগসাজশ যে রয়েছে জেল থেকে আসামি পালানো তার প্রমাণ। এছাড়া অ্যাড. সুপ্রিয় ব্যানার্জী, অ্যাড. সৌমেন সাহা, অ্যাড. সমীর ঘোষ সভায় বক্তব্য রাখেন। হিন্দু সংহতির বনগাঁ ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত অজিত অধিকারী গরু পাচারকারী ও প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে রুখে দাঁড়াতে বলেন।

এরপর হিন্দু সংহতি ও বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বনগাঁর এস.ডি.ও. অফিসে এক স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বেলা ১২টায় মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে এস.ডি.ও. অফিসের দিকে এগিয়ে যায়। পৌরসভার কাছ দিয়ে চাকদা রোড ধরে মিছিল এস.ডি.ও অফিসে এসে পৌঁছায়। এস.ডি.ও. অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে স্মারকলিপি প্রদান করতে বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অ্যাড. সমীর দাস সহ তিনজন ও হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে অজিত অধিকারী, নিশীথ দাস ও ডাঃ. অসীম বর উপস্থিত ছিলেন। এস.ডি.ও.কে স্মারকলিপি প্রদান করে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান করে বেরিয়ে হিন্দু সংহতি কর্মী অজিত অধিকারী জানান এস.ডি.ও কথা দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করবেন। তিনি এও জানান কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনের লোক নিয়ে হিন্দু সংহতি ও বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এক আলোচনায় বসবেন।

উঃ ২৪ পরগণার সীমান্তবর্তী অঞ্চল বনগাঁর অবস্থা যে কত ভয়ঙ্কর তা প্রশাসন জেনেও অজানা অঙ্গুলি হেলনে নিশ্চুপ রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন ও নিরাপত্তা দিতে তারা ব্যর্থ। মুসলিম দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্যে এলাকাবাসীরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এই অবস্থায় হিন্দু সংহতিই একমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বনগাঁ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে হিন্দু সংহতিকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবিরাও হিন্দু সংহতির উপর আস্থা রেখে গরু পাচার ও অনুপ্রবেশের মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

মহাকুমা শাসকের ভবনের সামনে হিন্দু সংহতি ও ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ প্রদর্শন

বাগনানে বিপুল উদ্দীপনায়

সংহতির কৃষ্ণপূজা হল

হাওড়া জেলার বাগনানে গত ৯ই আগষ্ট শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কৃষ্ণপূজা পালিত হল। গত বৎসর কৃষ্ণপূজাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের সঙ্গে বিশাল গণ্ডগোল হয়, যে জায়গাতে কৃষ্ণপূজার হওয়ার কথা সেই স্থানটি হল ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দু মিলন মন্দির। ঐ হিন্দু মিলন মন্দিরে হিন্দু সংহতির একটি ব্যায়ামাগার চলত। ঐখান থেকে সংহতির কার্যক্রম চলত। ঐ মিলন মন্দিরে দায়িত্বে ছিলেন বাগনান নিবাসী পি.কে.গাঙ্গুলী। উনি কঠোর হিন্দু বিদ্বেষী। ফলে উনি নিজে থানায় গিয়ে হিন্দু সংহতির ছেলেদের নামে ডাইরি করেন যাতে না কৃষ্ণপূজা করতে পারে এবং যেন হিন্দু সংহতির ছেলেরা আর ঐখানে আসতে না পারে। তারজন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহযোগিতায় ছয় মাসের জন্য হিন্দু মিলন মন্দিরে পুলিশের মাধ্যমে বন্ধ রাখেন। ফলে সংহতির ছেলেদের ব্যায়াম করতে অসুবিধা হয়। তারা কয়েকবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের হেড অফিস বালিগঞ্জে গেলেও কোন সুরাহা হয়নি। তখন সংহতির ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করে সংহতি কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। ছয়মাস পরে যখন হিন্দু মিলন মন্দির চালু হবার দিন ঠিক হয় তখন ঐ পি.কে.গাঙ্গুলী আবার কয়েকটি হিন্দু সংহতির ছেলের নামে ডাইরি করে যাতে না হিন্দু সংহতির ছেলেরা আসতে পারে। তখন বাধ্য হয়ে হিন্দু সংহতির ছেলেরা ব্যায়ামের জন্য পাশের সাধুবাবার আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুই মাসের মধ্যে সমস্ত সংহতির ছেলেরা, এবং শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় প্রায় একলক্ষ টাকার ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বাগনানের দায়িত্বে থাকা সুবীর ধাড়া সকলের সহযোগিতায় শুভ জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণপূজা করেন। এই পূজাতে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়, তাছাড়া সমীরণ রায়, কান্তিরঞ্জন সামন্ত এবং প্রায় ৭০০-৮০০ জন সংহতির কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এখন বাগনান ও তার আশেপাশে সমস্ত গ্রামে হিন্দু সংহতির কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বাগনানের মানুষের মধ্যে হিন্দু সংহতি জাগরণ সৃষ্টি করেছে।

বাদুরিয়ায় হিন্দুরা রুখলো গরু-র চোরাচালান

উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত সায়েস্তানগর হল এমন একটি গ্রাম যা প্রতিনিয়ত চোরাচালানের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থানই এই গ্রামকে চোরাচালনকারীদের কাছে স্বর্গ বানিয়ে তুলেছে। যেহেতু এই গ্রামটি বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত তাই গ্রামের ভিতর দিয়ে বিস্তৃত রাস্তাগুলি ক্রমেই চোরাচালানকারীদের নিত্যনৈমিত্যিক পথে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামে হিন্দু জনবসতি সংলগ্ন দুটি রাস্তা ব্যতিরেকে বাকি রাস্তাগুলিকে চোরাচালানকারীরা ব্যবহার করত। কিন্তু ক্রমাগত প্রশাসনিক উদাসীনতা এদের বেপরোয়া করে তুলেছে। এদের অবাধ যাতায়াত এতটাই বেড়ে উঠেছে যে কিছুদিন আগে সংগ্রামপুর গ্রামে স্থানীয় এস.ডি.পি.ও.-র গাড়িতে জনৈক কাদের সর্দারের একটি গরু চোরাচালানের ম্যাটাডোর ধাক্কা মারে যার ফলে এস.ডি.পি.ও.-র হাত ভেঙে যায়।

এইভাবেই অবাধ চোরাচালান চলছিল। কিন্তু গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত ১২টা নাগাদ জহরপুর গ্রাম থেকে আসা কিছু সশস্ত্র চোরাচালানকারী সায়েস্তানগরের হিন্দু জনবসতি সংলগ্ন রাস্তা দিয়েই গরু নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেইসময়ই কিছু স্থানীয় হিন্দু যুবক এসে প্রতিবাদ করে। তখন চোরাচালানকারীরা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে উল্টে সেই যুবকদেরই হুমকি দিতে থাকে। এই গোলমাল শুনে বেশ কিছু গ্রামবাসী এসে জমায়েত হয় এবং সকলে সম্মিলিতভাবে চোরাচালানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। যৌথ প্রতিবাদের মুখে পড়ে চোলাচালানকারীরা পিছু হটে এবং তখনকার মত ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। ঠিক তার পরদিন টিরু চৌদুলি, আতা চৌদুলি ও হিরো নামে কিছু মুসলমান ছেলে সায়েস্তানগরে এসে সেই বাড়িগুলিতে গিয়ে হুমকি দিতে শুরু করে যেসব বাড়ির ছেলেদের তারা আগের রাতের ঘটনায় চিনতে পেরেছিল। এদের মধ্যে হিরো হল এক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী যার নামে বেশ কয়েকটি ডাকাতির মামলা চলছে। এদের হুমকিতে ভয় না পেয়ে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে এবং যারপরনাই প্রহার করে।

মুসলমানদের হিন্দুদের হাতে মার খাবার খবরটা স্থানীয় মুসলমানরা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। হোক না সেই প্রহৃত মুসলমানরা অপরাধী, কিন্তু তারা তো একই ধর্মের লোক। তাই এর প্রতিবাদে মুসলমানরা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে বাজার সংলগ্ন ইটিন্ডা রোড অবরোধ করে। পুলিশ এসে আধঘণ্টা পর সেই অবরোধ তুলে দেয়। তারপর মুসলমানরা হিন্দুদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সায়েস্তানগরে রবীন সরকারের বাড়ি অনুসন্ধান করতে আসে। তখন সমস্ত গ্রামবাসী পুলিশের সামনে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে। এরপর যখন পুলিশ বলে যে গ্রামবাসীরা চোরাচালান বিষয়ে থানায় ডায়রী করেনি কেন। তখন গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে কৈফিয়ত দাবী করে যে কি কারণে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে নিয়মিত চোরাচালান হলেও পুলিশ দিনের পর দিন নীরব থাকে? কোন উত্তর দিতে না পেরে পুলিশ চুপচাপ স্থান ত্যাগ করে।

গোহত্যা বন্ধে

অনলাইন 'স্বাক্ষর সংগ্রহ'

প্রত্যেক বছরই দেখা যায় যে মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার প্রশাসন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের আদেশকে অমান্য করে বেআইনিভাবে গরু কাটার ব্যবস্থা করে দেয়। এবছর তাই আগে থেকেই এর প্রতিবাদ করার জন্য অন লাইন স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ইন্টারনেট দ্বারা জানানো হয়েছিল। তাতে ২৯৩১ জনের স্বাক্ষর সংগৃহিত হয়েছিল। এই বিষয়ে পাঁচ পাতার একটি আবেদনপত্র ও উক্ত স্বাক্ষরগুলির প্রিন্ট আউট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, চিফ্ সেক্রেটারী সঞ্জয় মিত্র ও হোম সেক্রেটারী বাসুদেব ব্যানার্জীর দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছিল। সারা বিশ্বের বহু দেশের লোকেরা এই স্মারকলিপিতে সই দিয়েছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কথা' প্রবাদ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলিম ভোট ভিখারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে এই বিশ্বব্যাপী জনমতকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে যথারীতি সব জায়গায় গরু কাটার ব্যবস্থা প্রশাসন করেছিল।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012